নাফস রূহ কালব

অধ্যাপক গোলাম আযম

নাফস রূহ কালব

অধ্যাপক গোলাম আযম

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড
www.kamiubprokashon.com

www.pathagar.com

পঞ্চম মুদ্রণ : জুন ২০১২
চতুর্থ মুদ্রণ : মে ২০১১
তৃতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০১০
পুনর্মুদ্রণ : মার্চ ২০০৯
প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০০৮

নাফস রূহ কালব ◆ অধ্যাপক গোলাম আযম ◆ প্রকাশক: মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ৫১, ৫১/এ রিসোর্সফুল পল্টন সিটি, পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০। ফোন ৯৫৬০১২১, ০১৭১১৫২৯২৬৬ ◆ স্বত্ব © লেখক ◆ প্রচ্ছদ: হামিদুল ইসলাম ◆ মুদ্রণ: পিএ প্রিন্টার্স, সূত্রাপুর, ঢাকা ১১০০।
e-mail: info@kamiubprokashon.com, kamiubbd@yahoo.com

বিক্রয়কেন্দ্র
৫১ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯০
দৈনিক সংগ্রাম গেইট, মগবাজার, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯১
৩৪ নর্থ ব্রুকহল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯২
কাঁটাবন মসজিদ মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯৩

নির্ধারিত মূল্য : আট টাকা মাত্র

www.pathagar.com

ভূমিকা

নাফস, রূহ ও কালব তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা হিসেবে কুরআন ও হাদীসে ব্যবহার করা হয়েছে। এ পরিভাষাগুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা জরুরি।

নাফস ও রূহকে একই অর্থে ব্যবহার করতেও দেখা যায়। নাফসকে প্রাণ (Life) ও রূহকে আত্মা মনে করা হয়। রূহকে ইংরেজিতে কেউ Soul আবার Spirit বলেছেন। এসব শব্দের জটিলতায় না গিয়ে সরলভাবে বোঝানোর জন্য আমি চেষ্টা করেছি।

কালবকে বিশুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে সুফিগণ বিভিন্ন প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছেন এবং কালবের মধ্যে যিকরের পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীস থেকে কোনো বিশেষ পদ্ধতি জানার সুযোগ আমার হয়নি। এ সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করাও আমি সমীচীন মনে করি না।

আমি নাফসকে প্রবৃত্তি, রূহকে বিবেক ও কালবকে মন অর্থেই বুঝেছি এবং এ অর্থেই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি।

অত্যন্ত সহজ ও সরলভাবে এ তিনটি পরিভাষায় মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক তুলে ধরেছি। আমার এ ব্যাখ্যাকে আমি পরিপূর্ণ বলে দাবি করি না। তবে এ ব্যাখ্যা ভুল নয় মনে করেই বই আকারে প্রকাশ করলাম। পাঠক-পাঠিকাগণের কেউ কোনো ভুল ধরিয়ে দিলে সংশোধনের চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ!

গোলাম আযম
জেদ্দা, সৌদি আরব
মার্চ, ২০০৮

www.pathagar.com

সূচিপত্র

নাফস রূহ কালব	৫
নাফস	৫
রূহ	৬
রূহ ও দেহের মধ্যে সম্পর্ক	৭
দেহকে নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব	৯
নাফসকে নিয়ন্ত্রণের বিধান	৯
সত্যিকার মানুষ	১২
নাফস ও রূহের মধ্যে লড়াই	১২
নাফসে আম্মারাহ	১৩
নাফসে লাওয়ামাহ	১৪
নাফসে মুৎমাইন্নাহ	১৪
কালব	১৫
একটি হাদীস	১৬

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নাফস রূহ কালব

নাফস, রূহ ও কালব এমন কতক পরিভাষা, যা স্পষ্টভাবে না বুঝলে দীনী জিন্দেগী গড়ে তোলা অসম্ভব। মানুষের মধ্যে এ তিনটি সত্তার অস্তিত্ব রয়েছে। এদের সঠিক পরিচয় জানা অত্যন্ত জরুরি।

নাফস (نَفْسٌ)

আরবী নাফস শব্দটি বহু অর্থে ব্যবহার করা হয়। كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ 'প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে'। যেসব সৃষ্টির প্রাণ আছে তাদের সবাইকে এক সময় মরতেই হবে। এ আয়াতে নাফস মানে প্রাণ, জীবন, প্রাণী ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে।

রাসূল (স) আল্লাহর কসম খেতে গিয়ে বলেছেন, اَلَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ 'যার হাতে আমার জীবন'।

اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ 'নিশ্চয়ই নাফস মন্দ কাজের হুকুম দেয়'। এ আয়াতে নাফস মানে প্রবৃত্তি, মানব-প্রকৃতি, মানব-স্বভাব, কামনা-বাসনা, ইচ্ছা ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে।

মানুষের মধ্যে নাফস ও রূহ— এ দুটো সত্তা রয়েছে। যখন নাফসের সাথে রূহের তুলনা করা হয় তখন নাফস মানে প্রবৃত্তিই বুঝায়। মানুষের দেহ-সত্তাকেই নাফস বলা হয়। মানবদেহ পশুর মতোই বস্তুসত্তা। যেসব উপাদান দিয়ে গরু-ছাগলের দেহ তৈরি হয়েছে মানবদেহেও ঐসব উপাদানই রয়েছে। দেহের পুষ্টি সাধনের জন্য মানুষ যত বস্তু খাদ্য ও পানীয় হিসেবে গ্রহণ করে সেসবই মানবদেহের উপাদান। তাই মানবদেহ বস্তুজগৎকে ভোগ করতে চায়। খিদা লাগলে খাবার চায়, পিপাসা হলে পানি চায়, গরমের সময় ঠাণ্ডা চায়, শীতের সময় গরম হতে চায়। দেহের এসব দাবিকে নাফস বলে। পরিভাষা হিসেবে নাফস মানে দেহের দাবি, দেহের কামনা, দেহের ইচ্ছা, দেহের আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি।

www.pathagar.com

অন্যান্য পশুর মতোই মানবদেহ বস্তুসত্তা। তাই দেহের নৈতিক কোনো চেতনা নেই। আমার আদরের গাভী আমার প্রিয় বাগান খেয়ে নষ্ট করার সময় বুঝতে পারে না যে, কাজটি অন্যায় হচ্ছে। তেমনি মানবদেহও অবৈধভাবে কিছু ভোগ করার সময় কাজটি মন্দ বলে অনুভব করে না। প্রচণ্ড খিদা লাগলে চুরি করে হলেও খেতে চায়।

রূহ (رُوْحٌ)

সূরা হিজরের ২৮ ও ২৯ নং আয়াতে আছে–

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ـ فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ـ

'(ঐ সময়ের কথা স্মরণ করো) যখন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, 'আমি পঁচা মাটির শুকনো খামির থেকে এক মানুষ সৃষ্টি করছি। যখন আমি তাকে পুরা বানিয়ে নেব এবং এর মধ্যে আমার রূহ থেকে কিছু ফুঁ দিয়ে দেব, তখন তোমরা সবাই তার সামনে সিজদায় পড়ে যাবে।'

এ আয়াত দুটো থেকে জানা গেল যে, আদমের দেহ তৈরি হওয়ার পর এর মধ্যে আল্লাহ তাঁর রূহ থেকেই কিছু ফুঁ দিয়ে দিলেন। সেটাই মানুষের রূহ। এটা বস্তুসত্তা নয়। এ রূহই আসল মানুষ। এটা নৈতিক সত্তা। ভালো ও মন্দের চেতনাই রূহ। পশুর এ রূহ নেই। রূহই মানুষের আসল পরিচয়।

মানুষ নাফসের তাড়নায় যত মন্দ কাজই করুক, সে জানে যে, কাজটি মন্দ। ভালো ও মন্দের এ নৈতিক চেতনা সকলেরই আছে। এমন কোনো অপরাধী নেই যে অপরাধ করে, অথচ জানে না যে, সেটা অপরাধ। চুরি করা অপরাধ বলে জানার কারণেই চোর গোপনে চুরি করতে আসে। ঘুষখোর ঘুষ খাওয়া মন্দ বলে জানে। তাই তাকে ঘুষখোর বলে সম্বোধন করলে রাগ করে।

এ নৈতিক চেতনাকে আমরা বিবেক বলে চিনি। যদি মানুষ দেহের দাবি মেনে এমন কোনো কাজ করে ফেলে, যা নৈতিকতাবিরোধী তাহলে তার বিবেক দংশন করে।

মন্দ কাজটি করতে দেহ যতই মজা ভোগ করুক, বিবেকের নিকট তা মোটেই মজা লাগে না। এ নৈতিক চেতনাই হলো মনুষ্যত্ব। যে মানুষ নৈতিক চেতনার ধার ধারে না এবং সকল মন্দ কাজ করতে থাকে তার সম্বন্ধে সবাই মন্তব্য করে

www.pathagar.com

যে, 'সে মানুষই নয়'। অথচ আকারে সে খুবই সুন্দর দেহের অধিকারী হতে পারে। অর্থাৎ ঐ লোকটি আকারে মানুষ হলেও প্রকারে পশু; বরং পশুর চেয়েও অধম। পশুর তো নৈতিক চেতনাই নেই। নৈতিক চেতনা থাকা সত্ত্বেও যে মানুষ পশুর মতো আচরণ করে সে অবশ্যই পশুর চেয়ে অধম।

কুরআন থেকে আমরা আরো জেনেছি যে, আল্লাহ তাআলা সব মানুষের রূহ একই সাথে সৃষ্টি করেছেন। সূরা আ'রাফের ১৭২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ ـ

'হে রাসূল! জনগণকে ঐ সময়ের কথা মনে করিয়ে দিন) যখন আপনার রব বনী আদমের পিঠ থেকে তাদের বংশধরদের বের করলেন তাদেরকেই তাদের উপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি তোমাদের রব নই?' তারা বলল, 'আপনি অবশ্যই আমাদের রব, আমরা এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি।' আমি এ ব্যবস্থা এ জন্যই করেছি যাতে তোমরা কিয়ামতের দিন এ কথা বলতে না পার যে, আমরা তো এ বিষয়ে কিছুই জানতাম না।

এ বিষয়ে মাওলানা মওদূদী (র) টীকায় লিখেছেন, 'কতক হাদীস থেকে জানা যায়, আদম (আ)-কে সৃষ্টি করার সময় যেমন ফেরেশতাদেরকে একত্র করে সিজদা করানো হয়েছিল, তেমনিভাবে গোটা আদম বংশকেও (যারা কিয়ামত পর্যন্ত জন্মলাভ করবে) আল্লাহ তাআলা একই সময়ে অস্তিত্ব ও চেতনা দান করে নিজের সামনে হাজির করেছিলেন এবং তাদের কাছ থেকে আল্লাহকে রব বলে সাক্ষ্য গ্রহণ করেছিলেন।'

এতে বোঝা গেল যে, সেখানে সকল মানুষের রূহকে হাজির করা হয়েছিল। সৃষ্টিগতভাবে সকল মানুষ এক সাথেই সৃষ্টি হলেও পৃথিবীতে এক সাথে পাঠানো হয়নি। মায়ের পেটে দেহ তৈরি করে রূহকে এর উপর সওয়ার করিয়ে মানুষকে পর্যায়ক্রমে পৃথিবীতে আনা হয়।

রূহ ও দেহের মধ্যে সম্পর্ক

সূরা ইনফিতারের ৬ থেকে ৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'হে মানুষ! কোন্ জিনিস তোমার ঐ মহান মর্যাদাশীল রবের ব্যাপারে তোমাকে ধোঁকায় ফেলেছে? যিনি

www.pathagar.com

তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাকে ভালোভাবে গঠন করেছেন ও তোমাকে সুষম করেছেন? যে আকারে চেয়েছেন, (দেহ তৈরি করে তার উপর) তোমাকে আরোহণ করিয়ে দিয়েছেন।'

আয়াতে رَكَّبَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, অর্থ 'তোমাকে আরোহণ করিয়েছেন'।

মানুষ ঘোড়ায় আরোহণ করে। সে হিসেবে দেহকে ঘোড়ার সাথে তুলনা করা যায়। আরোহী যদি লাগাম কষে ঘোড়াকে নিজের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রেখে ব্যবহার করতে সক্ষম হয় তাহলে ঘোড়ায় চড়ে অল্প সময়ে অনেক দূর যেতে পারে এবং যেখানে খুশি পৌঁছতে পারে। কিন্তু যদি সে ঘোড়াকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারে তাহলে ঘোড়া নিজের মরজিমতো যা ইচ্ছা তাই করবে এবং কোথাও ফেলে দিয়ে মেরেও ফেলতে পারে।

দেহের সাথে রূহের সম্পর্ক একই রকম। রূহ যদি শরীআতের লাগাম (ইসলামী বিধান) কষে দেহকে পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে তাহলে আল্লাহর মরজি অনুযায়ী দেহকে কাজে লাগাতে পারবে। কিন্তু রূহ যদি এমন দুর্বল হয় যে, রূহকে নিয়ন্ত্রণ করতে সে অক্ষম, তাহলে দেহ শয়তানের নির্দেশ মেনে চলবে এবং মানুষ দুনিয়ায়ও ব্যর্থ হবে এবং আখিরাতে তো চরম শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য হবে।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে খিলাফতের দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। এ দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যেই পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই ব্যবহার করার ইখতিয়ার মানুষকে দিয়েছেন। সৃষ্টিজগৎকে ব্যবহার করার উপযোগী যে হাতিয়ারটি মানুষকে দান করেছেন সেটাই হলো দেহ। তাই দেহ মানুষের হাতিয়ার মাত্র।

আমরা যত রকম যন্ত্রপাতি ব্যবহার করি তা যারা তৈরি করে তারাই জানিয়ে দেয় যে, কী নিয়মে তার তৈরি যন্ত্রটি ব্যবহার করতে হবে। যদি সে নিয়ম যথাযথভাবে মেনে যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয় তাহলে এর পূর্ণ সেবা গ্রহণ করা সম্ভব হবে। যদি এর তোয়াক্কা না করে নিজের মর্জিমতো যন্ত্রটিকে ব্যবহার করা হয় তাহলে হয় যন্ত্রটি নষ্ট হয়ে যাবে, আর না হয় ব্যবহারকারী কোনো দুর্ঘটনার শিকার হবে।

আল্লাহ তাআলা রাসূলের মাধ্যমে কিতাব নাযিল করে দেহ যন্ত্রটিকে ব্যবহার করার বিধি-বিধান শিক্ষা দিয়েছেন এবং কী উদ্দেশ্যে বিশ্বজগৎকে ব্যবহার করা কর্তব্য তাও জানিয়ে দিয়েছেন।

www.pathagar.com

মানুষ দেহ যন্ত্রটিকে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানচর্চা করে স্রষ্টার প্রাকৃতিক শক্তিকে আয়ত্ত করছে। কিন্তু স্রষ্টার বিধানকে মেনে না চলার কারণে গোটা মানবজাতি অশান্তি, বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় ভোগ করতে বাধ্য হচ্ছে।

দেহকে নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব

দেহরূপী ঘোড়াটি যাতে আমার খিদমত করার যোগ্য থাকে সে উদ্দেশ্যে এর পূর্ণ যত্ন অবশ্যই নেব। কিন্তু তাকে নিজের মরজিমতো কিছুতেই চলতে দেব না। তাকে আমার ইচ্ছামতো চলতে বাধ্য করব, যাতে আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়।

দেহ আমার ব্যবহারযোগ্য অত্যাবশ্যক যন্ত্র মাত্র। এর সকল দাবি আমার প্রভুর দেওয়া বিধান অনুযায়ী অবশ্যই পূরণ করব। দেহকে দুর্বল হতে দেব না। সবল রাখার জন্য অবশ্যই যত্ন নেব। কিন্তু আমার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য আল্লাহ তাআলা যা কিছু করতে নির্দেশ দিয়েছেন তা নিষ্ঠার সাথে পালন করব।

দেহের দাবিকেই নাফস বলে। আমি নাফসের গোলাম হব না। আমি একমাত্র আল্লাহর দাস। দেহকে আমার দাস বানাব। আমি দেহের দাসে পরিণত হলে আমার জীবন ব্যর্থ হতে বাধ্য। যে উদ্দেশ্যে আমাকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে তা পূরণ করতে হলে দেহকে নিয়ন্ত্রণ করতেই হবে।

নাফসকে নিয়ন্ত্রণের বিধান

নাফসের সৃষ্টিকর্তাই সঠিকভাবে জানেন যে, কিভাবে নাফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। তিনি ওহীর মাধ্যমে মানুষকে এ বিষয়ে জ্ঞান দান করেছেন। তিনি যাকে সম্বোধন করে নির্দেশ দেন সে মানুষটি হলো রূহ; দেহ নয়। আল্লাহর রূহ থেকেই এর উৎপত্তি। আল্লাহর প্রতিই এর আকর্ষণ। এ কারণেই মন্দের প্রতি এর কোনো আকর্ষণ নেই। যা ভালো তা-ই এর নিকট প্রিয়।

এ রূহের যদি নাফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখার কোনো ক্ষমতা না থাকে তাহলে নাফস যা ইচ্ছা তা-ই করতে সক্ষম হয়। তাই আল্লাহ তাআলা নাফসকে দমন করার উদ্দেশ্যে রূহকে শক্তিশালী করার বিধান শিক্ষা দিয়েছেন। সে বিধানটি নিম্নরূপ :

১. প্রথমেই রূহকে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের উপর ঈমান আনতে হবে। আল্লাহকে রব, বাদশাহ ও ইলাহ হিসেবে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে তাঁর একনিষ্ঠ গোলাম হিসেবে তাঁর আনুগত্য করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল (স)-এর উপর যেসব বাণী নাযিল হয় তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং সকল নির্দেশ রাসূল (স) যেভাবে

www.pathagar.com

পালন করেছেন সে পদ্ধতিতেই তা পালন করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। এ কথার উপর ইয়াকীন থাকতে হবে যে, মৃত্যুর পর আরেকটি জীবন আছে, যা চিরস্থায়ী। দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর হুকুম ও রাসূল (স)-এর তরীকা অনুযায়ী জীবন যাপন করা হয়েছে কি না সে সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। দুনিয়ার জীবনের কর্মফল হিসেবে সেখানে পুরস্কার পাওয়া যাবে অথবা শাস্তি পেতে হবে।

২. এভাবে বুঝে-শুনে ঈমান আনার পর ঘনিষ্ঠজন ও পরিচিত মহলে ঈমান গ্রহণের দাওয়াত দিতে হবে। রাসূল (স)-এর প্রতি যারা ঈমান এনেছিলেন তাদেরকে তিনি প্রথমে এ কাজেরই নির্দেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকাই রাসূলের প্রথম কাজ। যারা রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়ে ঈমান আনে তাদেরও একই দায়িত্ব রয়েছে।

৩. ঈমানের মর্মকথা হলো, আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের (স) তরীকা অনুযায়ী চলার অঙ্গীকার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ। নাফসের গোলামি না করার সিদ্ধান্ত। শুধু ধর্মীয় ব্যাপারেই নয়, দুনিয়ার প্রতিটি কাজেই ঐ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলা ঈমানের দাবি। এ দাবি পূরণের যোগ্যতা অর্জনের উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তাআলা প্রতিদিন পাঁচ বার মসজিদে জামাআতের সাথে নামায আদায়ের নির্দেশ দান করেছেন। নামাযরত অবস্থায় যা কিছু করতে হয় তা সবই আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা অনুযায়ী করতে বাধ্য হতে হয়। নাফসের মরজি মতো কিছুই করা চলে না। করলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। নামাযের মাধ্যমে রূহকে এ ট্রেনিংই দেওয়া হয় যে, দু নামাযের মাঝখানে দুনিয়ার যত কাজই করা হয় তা-ও আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা অনুযায়ী করতে হবে।

নামাযীরূহ নাফসকে ফজরের নামাযের সময় মজার ঘুম ত্যাগ করতে বাধ্য করে। দুনিয়ার সব কাজে আল্লাহর হুকুমের বিরোধী কোনো কিছু করতে দেয় না। নামাযের সময় হলে দুনিয়ার সব কাজ ফেলে রেখে মসজিদে যেতে বাধ্য করে। সে নাফসের অনুগত হয় না, বরং নাফসকে অনুগত বানায়।

ঈমানদার রূহকে আল্লাহ তাআলা নাফসের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে রমাদান মাসে রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। নাফসের তীব্রতম চাহিদা হলো পেটের ক্ষুধা ও যৌনতৃষ্ণা। এ দুটো প্রধান ক্ষুধা দমন করতে সক্ষম হলে নাফসের অন্যান্য দাবিকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়ে যায়। তাই পূর্ণ একটি মাস নাফসকে কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখার মাধ্যমে রূহকে পূর্ণ শক্তিশালী

www.pathagar.com

হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। দিনের বেলা নাফস ঐ দুটো ক্ষুধা মেটানোর যত দাবিই করুক ঈমানদার রূহ কিছুতেই এ দুটো দাবি পূরণ করে না। ফলে নাফস রূহের নিয়ন্ত্রণ বাধ্য হয়ে মেনে নেয়।

৪. দুনিয়ার বস্তুগত মজা বেশি বেশি ভোগ করার যত দাবি নাফস করতে থাকে তা পূরণ করার জন্য অনেক টাকা লাগে। আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার সকল মজা ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হতে নিষেধ করেছেন। তিনি সেসব ভোগ করার জন্য বৈধ নিয়ম শিক্ষা দিয়েছেন। যারা ধনী তারা বৈধ নিয়মে সীমাবদ্ধ না থেকে অবৈধভাবে আরো বেশি ভোগ করার আর্থিক ক্ষমতা রাখে। তাই ধনীদের নাফসকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নামায ও রোযা মোটেই যথেষ্ট নয়। তাদের নাফস নিয়ন্ত্রণে রাখার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা যাকাত ও হজ্জের নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা যেসব কাজ করাকে হারাম ঘোষণা করেছেন সেসব থেকে বিরত থাকার জন্য টাকা-পয়সার দরকার হয় না; কিন্তু বেশির ভাগ হারাম কাজ করতে গেলে অনেক টাকা খরচ করতে হয়। যাদের টাকা-পয়সা বেশি আছে তাদেরকেই হারামে লিপ্ত হতে দেখা যায়। তাই ধনীদের নাফসকে দমন করার জন্য নামায-রোযা যথেষ্ট নয়। যাকাত ও হজ্জ তাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

মানুষ যেসব ধন-সম্পদ অর্জন করে, এর মালিকানায় আর কারো অধিকার স্বীকার করে না। যে যাকাত আদায় করার দায়িত্ব বোধ করে তার ঐ মনোভাব বদলে যায়। যাদেরকে যাকাত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাদের হক স্বীকার করতে যাকাত বাধ্য করে। ফলে যাকাতদাতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, সম্পদের আসল মালিক সে নয়; যিনি আসল মালিক তার নির্দেশ অনুযায়ী সম্পদ ব্যবহার করতে হবে। তাঁর হুকুমে যেমন অন্যদের হক আদায় করতে হবে, তেমনি তাঁর দেওয়া বিধান অনুযায়ীই মাল কামাই এবং খরচ করতে হবে। নাফসের খাহেশ অনুযায়ী অবৈধ পথে আয় করা ও ব্যয় করা কিছুতেই চলবে না।

হজ্জ এমন একটি আমল, যা হাজীর মনকে আখিরাতমুখী করে দেয়। কাফনের কাপড়ের মতো দু টুকরো সেলাইবিহীন কাপড় পরে আল্লাহর প্রেমে মগ্ন হয়ে কয়েকদিন দুনিয়ার সকল আকর্ষণ ত্যাগ করে থাকা অবস্থায় হাজী উপলব্ধি করে যে এ দুনিয়া অসার। মৃত্যু অনিবার্য। যখনই সে আসবে দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে

www.pathagar.com

হবে অনন্ত জীবনের দিকে। তাই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার আরাম আয়েশে মগ্ন না হয়ে আখিরাতে সফল হওয়ার বাসনাকে সম্বল করেই বাকি জীবনে আল্লাহর গোলাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং নাফসের গোলামি সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে।

ধনীরা সাধারণত, আরাম-আয়েশের জন্য বিলাসি জীবনযাপন করে। শারীরিক পরিশ্রমের কোনো কাজে তারা অভ্যস্ত নয়। হজ্জের সময় প্রত্যেক হাজীকে যা কিছু করতে হয় তাতে কঠোর পরিশ্রম করতে বাধ্য হতে হয়। এর মাধ্যমে ধনী হাজীকে বিলাসিতা বর্জনের শিক্ষাই দেওয়া হয়।

সত্যিকার মানুষ

নাফসকে নিয়ন্ত্রণের উপরিউক্ত কর্মসূচি যারা পালন করে তারাই সত্যিকার মানুষ। তারাই বিবেকের কথা মেনে চলার যোগ্য। তারা বিবেকের বিরুদ্ধে চলে না। নৈতিক জীব হিসেবে তারাই সফল। পশুত্বের বিরুদ্ধে তারা বিজয়ী।

সকল দেশে ও সকল যুগেই মানুষ গড়ার প্রচেষ্টা চলে। কিন্তু আল্লাহর দেওয়া পদ্ধতি ব্যতীত অন্য কোনোভাবে সৎ লোক গড়া অসম্ভব। তাদের প্রচেষ্টায় যোগ্য লোক অবশ্যই গড়ে উঠে; কিন্তু সত্যিকার সৎ লোক গড়তে তারা সক্ষম নয়। ফলে যোগ্য অসৎ লোক প্রচুর তৈরি হচ্ছে। যোগ্য লোক যদি অসৎ হয় তাহলে তারা যোগ্যতার সাথেই অসৎ কাজ করবে। মানবসমাজের বিপর্যয়ের মূল কারণই হলো সৎ লোকের অভাব। নাফসকে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ছাড়া সৎ লোক তৈরি হতে পারে না।

নাফস ও রূহের মধ্যে লড়াই

সবারই এ অভিজ্ঞতা আছে যে, নাফসের তাড়নায় যখন এমন কিছু করার ইচ্ছা হয়, যা নৈতিক দিক দিয়ে অনুচিত, তখন রূহ বা বিবেক আপত্তি জানায়। ঐ কাজটি করা হবে কি হবে না— এ নিয়ে নাফস ও রূহের মধ্যে লড়াই চলে। সুমতি ও কুমতির মধ্যে বিতর্ক হতে থাকে। এ লড়াইয়ে যদি নাফস জয়ী হয় তাহলে ঐ মন্দ কাজটি সমাধা হয়ে যায় এবং বিবেক দংশন করতে থাকে। আর যদি রূহ জয়ী হয় তাহলে মন্দ কাজটি থেকে বিরত থাকা সম্ভব হয় এবং রূহ তৃপ্তিবোধ করে।

www.pathagar.com

নাফস ও রূহের এ লড়াইয়ের ফলে নাফসের তিন রকম অবস্থা হয় বলে কুরআন থেকে জানা যায় :

১. নাফসে আম্মারাহ, ২. নাফসে লাওয়ামাহ ও ৩. নাফসে মুৎমাইন্নাহ।

নাফসে আম্মারাহ

আমর মানে হুকুম। আম্মারাহ মানে হুকুমকারী। হুকুমদাতা নাফস সব সময় দাবি জানাতেই থাকে। অবিরাম হুকুম করতে থাকে— এটা চাই, ওটা দাও, এখনই চাই। নাফসের যেহেতু নৈতিক চেতনা নেই, সেহেতু সে মন্দ কাজের হুকুম দিতেই থাকে।

সূরা ইউসুফের ৫৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

وَمَآ اُبَرِّئُ نَفْسِىْ ج اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ م بِالسُّوْٓءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّىْ ط اِنَّ رَبِّىْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

'(ইউসুফ বললেন) আমি আমার নাফসকে নেক বলে দাবি করছি না। নাফস তো মন্দের দিকে উসকাতেই থাকে। আমার রব কারো উপর রহমত করলে আলাদা কথা। নিশ্চয়ই আমার রব ক্ষমতাশীল ও মেহেরবান।'

বালক ইউসুফ (আ)-কে দাস হিসেবে কিনে নিয়ে নেতৃস্থানীয় এক ব্যক্তি বাড়িতে চাকর হিসেবে রাখলেন, যখন তিনি পূর্ণ যৌবনে পৌঁছলেন তখন তাঁর অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বাড়ির গৃহিণী তার প্রেমে পাগল হয়ে গেল। একদিন ঐ মহিলা দরজা বন্ধ করে ইউসুফ (আ)-কে যৌন মিলনের উদ্দেশ্যে কাছে টানার চেষ্টা করল। তিনি সর্বশক্তি প্রয়োগ করে পালাতে চাইলে মহিলা পেছন থেকে তাঁর কাপড় ধরে আটকাতে চাইল। তিনি পালাতে সক্ষম হলেন, যদিও পেছন দিকে তাঁর কাপড় ছিঁড়ে গেল। মহিলা থেকে রেহাই পেয়ে তিনি উপরিউক্ত আয়াতের কথাগুলো বলেছেন।

এর মর্মকথা হলো, মন্দ কাজের হুকুম করাই নাফসের স্বভাব। আমার নাফস মন্দের দিকে আকৃষ্ট হয় না এমন দাবি আমি করি না। তবে আমার রব আমাকে নাফসের দাবি পূরণ করা থেকে রক্ষা করেছেন বলেই আমি রেহাই পেলাম।

যে ব্যক্তির নাফস সব সময়ই রূহের সাথে লড়াইয়ে বিজয়ী হয় এবং রূহ কোনো সময়ই নাফসকে ঠেকাতে পারে না, সে ব্যক্তির মধ্যে ঈমানের কোনো চিহ্নই নেই। এ জাতীয় নাফসই হলো নাফসে আম্মারাহ।

www.pathagar.com

নাফসে লাওয়ামাহ

লাওয়ামাহ শব্দটি 'লাওমাতুন' থেকে উৎপন্ন। লাওমাতুন মানে তিরস্কার, গালি, ধমক, নিন্দা, ভর্ৎসনা। নাফসে লাওয়ামাহ ঐ নাফসকে বলে, যে নাফসকে রূহ বাধা দেয়, ধমক দেয়, দমন করার চেষ্টা করে। রূহ নাফসকে বিনা বাধায় ছেড়ে দেয় না। নাফসকে সব সময় পরাজিত করতে সক্ষম না হলেও সাধ্যমতো লড়াই করতে থাকে। কোনো সময় সে জয়ী হয়, কোনো সময় নাফসও জয়ী হয়ে যায়।

সাধারণ মুমিনদের নাফসের অবস্থা এ রকমই। তবে এ ব্যাপারে মুমিনদের অবস্থা এক রকম নয়। নাফসকে পরাজিত করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক মুমিনের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন। যে রূহ শতকরা মাত্র এক ভাগ ক্ষেত্রে নাফসকে পরাজিত করতে সক্ষম হয় তার নাফসও লাওয়ামাহ। আবার যে রূহ শতকরা এক ভাগ ক্ষেত্রেও নাফসের নিকট পরাজিত হয় তার নাফসও লাওয়ামাহ।

যেমন লাখ লাখ ছাত্র-ছাত্রী এসএসসি পরীক্ষা দেয়। তাদের মধ্যে যারা পাস করে তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি নম্বর পায়, আর যে সবচেয়ে কম নম্বর পায় তাদের ব্যবধান বিরাট; কিন্তু তারা পাস বলেই গণ্য। নাফস ও রূহের লড়াইয়েও জয়-পরাজয়ের ব্যবধান বিশাল। এ লড়াইয়ে যে রূহ কমপক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জয়ী হতে সক্ষম হয়, আখিরাতে তার নাজাতের আশা করা যায়। নেকী ও বদী যখন ওজন করা হবে তখন যার নেকীর ওজন বদীর চেয়ে বেশি হবে তার নাজাতের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা যদি প্রতিটি গুনাহর শাস্তি দেওয়া বাধ্যতামূলক করতেন তাহলে নবী ছাড়া কেউ শাস্তি থেকে রেহাই পেত না। মেহেরবান আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করার আশ্বাস দিয়েছেন, যাদের বদীর চেয়ে নেকী বেশি।

নাফসে মুৎমাইন্নাহ

'এতমিনান' শব্দ থেকে মুৎমাইন্নাহ শব্দটি গঠিত। এতমিনান মানে প্রশান্তি, নিশ্চিন্ততা, স্থিরতা ইত্যাদি। নাফসে মুৎমাইন্নাহর অবস্থা হলো, যে নাফসের সাথে রূহের লড়াই খতম হয়ে গেছে। শতকরা একশ ভাগ ক্ষেত্রেই রূহ বিজয়ী। রূহ গ্রহণ করবে না এমন দাবি করার সাহস নাফসের বাকি নেই। নাফস নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে যে, রূহকে আর পরাজিত করতে পারবে না।

যে রূহ শতকরা একশ ভাগ ক্ষেত্রেই নাফসকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছে, সে আল্লাহর অতি প্রিয় দাসের মর্যাদায় পৌঁছেছে। এ জাতীয় ব্যক্তিদেরকেই আল্লাহর ওলী গণ্য করা হয়।

www.pathagar.com

সূরা ফাজ্‌রের শেষ কয়টি আয়াতে আল্লাহ্ বলেন,

يَاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ ۝ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ۝

'হে প্রশান্ত আত্মা! চলো তোমার রবের দিকে এমন অবস্থায় যে, তুমি (নিজের ভালো পরিণামের জন্য) সন্তুষ্ট, (আর তোমার রবের নিকট) পছন্দনীয়। তুমি আমার (প্রিয়) বান্দাহদের মধ্যে শামিল হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।'

কালব (قَلْبٌ)

কালব শব্দের অনেক অর্থ অভিধানে রয়েছে। প্রধান অর্থ উল্টে দেওয়া, পরিবর্তন করা। হাদীসের দু'আ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ 'হে মনকে পরিবর্তনকারী'।

মানুষের মন পরিবর্তনশীল। মন এক অবস্থায় থাকে না। তাই মনকে আরবীতে কালব বলা হয়। নাফ্‌স, রূহ ও কাল্‌ব এ তিনটি পরিভাষার সহজ বাংলা অনুবাদ হলো প্রবৃত্তি, বিবেক ও মন।

রাষ্ট্রে যে গভর্নমেন্ট থাকে, এর তিনটা বিভাগ আছে– আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ। আইন বিভাগ সরকারের করণীয় নির্ধারণ করে। শাসন বিভাগ আইন প্রয়োগ করে। বিচার বিভাগ আইন অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে। মূল আইন হলো শাসনতন্ত্র। আইন বিভাগের প্রণীত আইন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী বৈধ হয়েছে কি না, বিচার বিভাগ সে বিষয়েও সিদ্ধান্ত দেয়।

মানুষের দেহরাজ্যেও এ তিনটি বিভাগ রয়েছে। নাফস আইন রচনা করে। সে নির্দেশ দেয় এটা করতে হবে, সেটা করতে হবে ইত্যাদি। রূহ বিচার বিভাগের দায়িত্ব পালন করে। নাফ্‌সের হুকুম বৈধ কি না, সে বিষয়ে বিবেক রায় দেয়। নাফস ও রূহের মধ্যে যে লড়াই চলে তাতে যে জয়ী হয় তার মতই বাস্তবায়িত হয়। কালবই তা বাস্তবায়ন করে। কালব পরিবর্তনীল। কোনো সময় নাফসের হুকুম জারি করে, কোনো সময় রূহের হুকুম মেনে চলে। নাফস ও রূহের লড়াই শেষ হলে কালব বিজয়ীর সিদ্ধান্ত মেনে নেয়। মন তখন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, তাকে কী করতে হবে। মনই হলো শাসন শক্তি। মনের নির্দেশ অনুযায়ীই দেহযন্ত্র কর্মসম্পাদন করে।

www.pathagar.com

একটি হাদীস

রাসূল (স) বলেন,

اِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ . اَلَا وَهِىَ الْقَلْبُ .

'অবশ্যই দেহে একটি মাংসপিণ্ড আছে, যখন তা নষ্ট হয় গোটা দেহই নষ্ট হয়ে যায়। আর যখন তা ভালো থাকে তখন গোটা দেহই ভালো থাকে।'

মানবদেহের যে মাংসপিণ্ড বা গোশতের টুকরোটাকে হৃৎপিণ্ড বলা হয় তা যতক্ষণ চালু থাকে ততক্ষণই মানুষ বেঁচে থাকে। এর স্পন্দন যখন বন্ধ হয়ে যায় তখনই মানুষ মৃত্যুবরণ করে। হার্ট ফেল করা মানেই মৃত্যু হওয়া। ইংরেজি ভাষায় যাকে হার্ট (Heart) বলে, আরবীতে তাকে কালব বলে। মানবদেহ যেসব উপাদানে তৈরি তা অবশ্যই বস্তু। সে হিসেবে হৃৎপিণ্ডটিও বস্তুই।

এ হাদীসে কালব শব্দ দ্বারা যদি হৃৎপিণ্ডই বোঝায় তাহলে সহজ-সরল অর্থ দাঁড়ায় যে, যখন তা অসুস্থ হয় তখন গোটা দেহই অসুস্থ হয়। বস্তুগত দিক থেকে এ অর্থ অবশ্যই সঠিক।

কিন্তু কুরআন মাজীদে কালবে সালীম (قَلْبٌ سَلِيْمٌ) ও ফী কুলূবিহিম মারাদ (فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ) কি বস্তু হৃৎপিণ্ড অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে? ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে, وَجَاءَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ (তিনি কালবে সালীম নিয়ে আসলেন)। কোনো তাফসীরেই এর অর্থ করা হয়নি যে তিনি সুস্থ হৃৎপিণ্ড নিয়ে এসেছেন। এর অর্থ এখানে বিশুদ্ধ মন। এখানে বস্তু হৃৎপিণ্ড বোঝায় না।

فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ দ্বারা হৃদরোগ (Heart disease) বোঝায় না। মনের মুনাফিকী রোগই বোঝায়। তাই হাদীসে قَلْبٌ শব্দটি মন অর্থেও ব্যবহার করা হয়েছে বলা যায়। তাহলে হাদীসের অর্থ হয় : মানুষের মন যদি ভালো থাকে তাহলে দেহ সব সময় ভালো কাজই করে। আর মন যদি মন্দ হয় তাহলে দেহ মন্দ কাজই করতে থাকে।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড

www.pathagar.com